দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

15

শিক্ষার জন্য কম্পিউটার

জটিলও নয় ব্যয়বহুলও নয়

আমাদের মতো অর্থনৈতিক অবস্থায় যেসব দেশ রয়েছে সেসব দেশে সাধারণ মানুষ তো বটেই সরকারও মনে করে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অবশ্য যে মূল্যে আমাদের দেশে কম্পিউটার বেচাকেনা হচ্ছে সে মূল্য দেখে এটা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু কম্পিউটারের প্রকৃত মূল্য কত? উপযোগী যন্ত্র হিসাবেই বা এর মূল্য কত? এ বিষয়গুলো আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ব্যাপকভাবে।

আবীর হাসান

প্রথমেই কম্পিউটার সম্বন্ধে ধারণাটাকে সংহত ও সঠিক করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগের যে কম্পিউটার, অন্তত গত দুই বছরে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যে উৎকর্ষ এসেছে, সেই বিবেচনায় কম্পিউটার শুধু সমাজের বিত্তশালীদের ব্যবহাযোগ্য বস্তু বা বিলাসদ্রব্য নয়। কম্পিউটার হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন যন্ত্র যা আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের জন্য অপরিহার্য। এ কথা তখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কম্পিউটার "কলমের" মতই সভ্যতার অপরিহার্য নিয়ামক যন্ত্রে পরিণত হবে। এমনকি টেলিফোন বা টেলিভিশনের চেয়েও অনেক উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠবে কম্পিউটার এবং এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, কম্পিউটার একই সঙ্গে ঐ দু'টি যন্ত্রের কাজও করবে কিন্তু শক্তিশালী ও সুলভ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পুরো যন্ত্রটিই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সুলভ হয়ে উঠতে পারে। না, এটা শুধু সম্ভাবনার বিষয় নয়। পেন্টিয়াম মাইক্রোচিপস উদ্ভাবনের পর কম্পিউটারের শক্তি, সামর্থ্য ও সহজলভ্য হওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যে উপর্যুপরি উন্নতি ঘটেছে আগামী বছরগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। কারণ একদিকে যেমন রয়েছে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে উদ্ভাবকদের সংখ্যাধিক্য। শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেই যে কম্পিউটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তাই নয়—জাপান, চীন, এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও কম্পিউটার বিজ্ঞানের চর্চা এবং এ বিষয়ের উপর গবেষণা চলছে বেশ জোরেশোরে। আমাদের দেশে তাই কম্পিউটার সম্পর্কিত যে ভীতিটা এখনও রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন। আসলে উপযোগিতাটা বুঝতে পারলেই এই ভীতিটা দূর হতে পারে। এদেশের মুদ্রণ শিল্পে কথাই ধরা যাক। এতে যখন কম্পিটার প্রযুক্তি আসে, তখন বিষয়টাকে অনেকেই জটিল মনে করেছিলেন। কিন্তু আদতে দেখা গেল জটিল তো নয়ই, বরং প্রক্রিয়াটাকে এ প্রযুক্তি শুধু সরলই করে দেয়নি সুলভও করে তুলেছে। দেশের সর্বত্র মুদ্রণ কাজে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার এখন

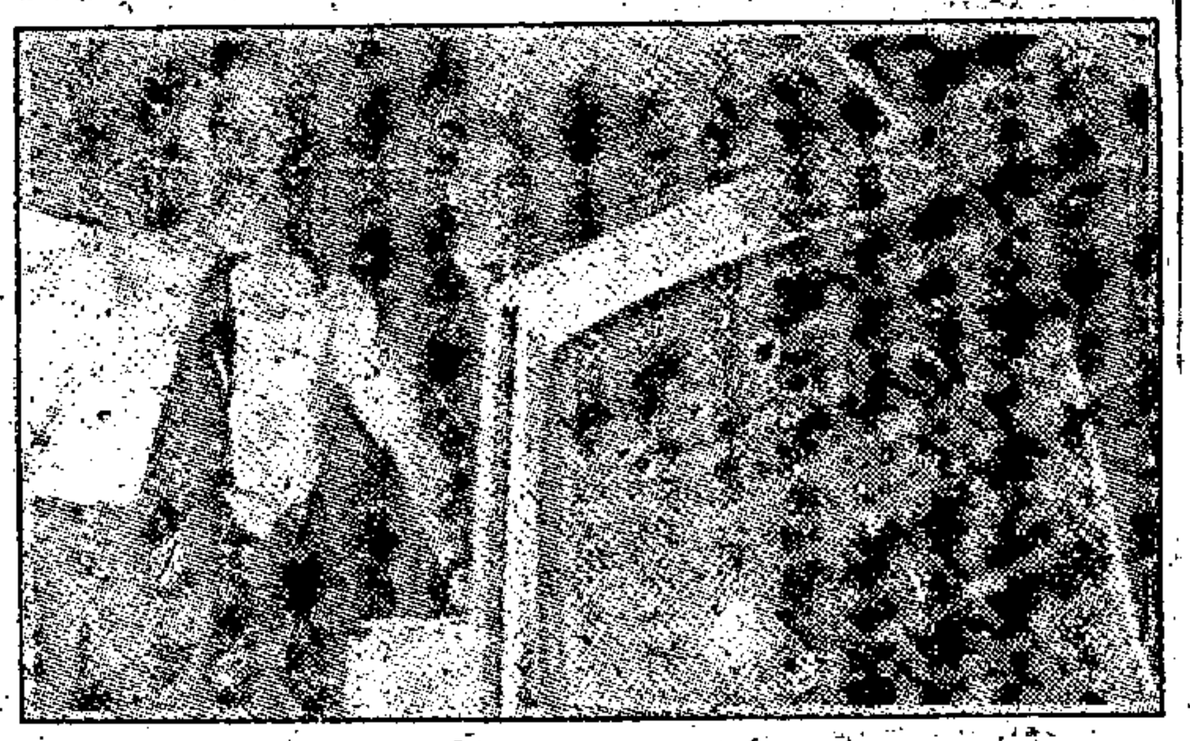

অপরিহার্য যন্ত্র। যদিও বিভিন্ন জটিলতায় ইন্টারনেটের প্রসার এখনও এদেশে ঘটেনি তবু একে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না কোনক্রমেই। ইতোমধ্যে ইন্টারনেটের প্রাথমিক পর্ব ই-মেইল এসেছে কিন্তু তাও সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হয়নি। অথচ এটা করতে পারাটা ছিল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের দেশের সরকার থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অনেকেই বৈপ্লবিক অনেক কর্মকাণ্ড করার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু এ বিষয়ে কেউ কিছু বলছেন না। হয় বিষয়টিকে তারাও ভয় পাচ্ছেন, নতুবা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না।

মুদ্রণ শিল্পে কম্পিউটার প্রযুক্তি অনুপ্রবেশের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনার কথাটা একটু খোলাসা করে বলা প্রয়োজন। এই যে "সবার জন্য শিক্ষা"—এ রকম একটি স্লোগান চালু রয়েছে, এক্ষেত্রেও কম্পিউটার বিশেষত ইন্টারনেট না হলেও ই-মেইল যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। ধরা যাক, প্রাথমিক স্কুলগুলোর পাঁচটি শ্রেণীতে পাঁচটি করে ই-মেইল সংযোজিত কম্পিউটার রয়েছে। আর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক অধিদফতর থেকে প্রচার করা হচ্ছে সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাক্রম। কোন বইয়ের প্রয়োজন হবে না ছাত্রছাত্রীদের। কাগজ ছাড়াই বই থাকবে কম্পিউটার স্ক্রিনে। আর বই বাবদ রাষ্ট্রীয় খরচ এর ফলে কমে যাবে অনেক এবং এতটাই কমবে যে, ধারণা করাও কঠিন। এ ব্যয় বর্তমানের চেয়ে কমে যাবে ৪০০ ভাগের এক ভাগ (হ্যাঁ, চার শ' ভাগের এক ভাগ)। এ হিসাব বের করেছে ব্রিটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ই-মেইলে কাগজহীন প্রকাশনা একটা চমক সৃষ্টি করেছে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য। প্রথমাবস্থায় কিছু বাড়তি খরচ থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় খরচ কমে যাবে অনেক। শুধু স্কুল পাঠ্য বই-ই নয়, যেহেতু স্বল্প মূল্যের সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডিক্সনারি, এনসাইক্লোপেডিয়া ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়, সেহেতু অর্থের সাশ্রয় হবে বিভিন্নভাবে। এখনই ই-মেইল সংবলিত একটি কম্পিউটার থাকার অর্থ হচ্ছে, পুরো একটি লাইব্রেরি ছাড়াও আরও বহু কিছু থাকা। কারণ এর মাধ্যমে সুযোগ থাকছে তথ্য আদান-প্রদানেরও।